ভালবাসার সমন

যতই পালিয়ে বেড়াই, এদিক ওদিক ইতিউতি করি
ভালবাসার সমন থেকে মুক্তি পাইনা এক তিলেকও ।

সেই কবে কৈশোরে বুনেছিলাম ভালবাসার বীজ,
হৃদয়ের জমিন ছিল অনুকূল উর্বরা, তাই
তরতরিয়ে লকলক করে বেড়ে উঠেছিল ভালবাসার মহীরূহ।

শাখায় শাখায় পত্র পল্লবে
চেনা অচেনা অনেক পাখির আনাগোনা ছিল বিস্তর ,
আমি ক্লান্ত ছিলাম না, প্রেমের ভরা নদীতে
উৎসাহের জোয়ারও ছিল অতি তুঙ্গে ,
এপার ওপার সাঁতরে বেড়িয়ে যৌবন কেটেছে বেশ রসেবশে।

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত কেটে গেছে চমৎকার,
শীতের শুরুতে পত্র পল্লবে ঝরে পড়ার অশনি সংকেত
যতই প্রেম সিঞ্চন করি, মহীরূহে ক্রমশঃ নামছে বার্ধক্য
জীবনে ভাটার টান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে
জরার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে শরীরের অস্থি সন্ধিতে,
এপাড় ওপাড় তো দূর , মাঝ নদীতে পৌঁছানোও দুরূহ এখন।

এখনো পাখিরা আসে, নিঃসঙ্গ পাখিরা এসে বসে
পত্রশূন্য মৃতপ্রায় বৃক্ষ শাখায়,
ভালবাসার যাইযাই সুঘ্রাণ হয়তো এখনো ওরা খোঁজে।

আমার ভালবাসার বৃক্ষে হরিৎ পত্র এখন কচিৎ মেলে
বিবর্ণ পল্লবে উতাল নদীর বহতা জোয়ার নেই,
প্রত্যাশী পাখিরা তাই নিরাশ ব্যর্থ হয়ে ফেরে প্রতিবার।

পালিয়ে বেড়াই, অক্ষমতার লজ্জায়
লুকিয়ে রাখতে চাই নিজেকে,
কিন্তু রেহাই নেই আমার ।
যে বৃক্ষের বীজ বুনেছিলাম সাধ করে কৈশোরে
শিকড় তার ছড়িয়ে গেছে এখন জমিনের সর্বত্র ,
ভালবাসার জালে বন্দি হয়ে গেছি অজান্তে সেই কবেই ।

ভালবাসার সমন থেকে মুক্তি আর পাবোনা কোনদিনই,
অন্ততঃ বসন্ত পর্যন্ত যে জামিন পাবো
সে সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত,
সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ভালবাসার খেলা আমাকে খেলতে হবেই।

ঢাকা ঃ ১৩.০১.২০০৭ মুহম্মদ আবদুস সালাম